ছোটগল্প

সাক্ষী

স্বরাজ চক্রবর্ত্তী

পূজা অনেকদিন পরে আমাদের বাড়িতে আসছে । সেই ছোট বেলায় তাকে দেখেছিলাম। এখন আমার বয়স ২১ বছর, পূজা আমার থেকে ১ বছরের ছোট। জানিনা ও কেমন দেখতে হয়েছে, তবে শুনেছি ও খুব সুন্দরী।

পূজারা অর্থাৎ তার বাবা ও মা এককালে আমাদের বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন। আমরা থাকি বীরভদ্রপুর নামক এই গ্রামে। পূজার বাবা শ্রীপ্রশন্নকুমার ঘোষ আমাদের এখানকার গ্রামের প্রধান শিক্ষক মহাশয় হয়ে এসেছিলেন। প্রথমে একা তারপর গোটা পরিবার সমেত আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার বয়স তখন ৭ কি ৮ হবে। আমি দারুণ একজন খেলার সাথী পেয়ে গেলাম। প্রথম থেকেই পূজাকে আমার খুব ভাল লাগত। মনে মনে বলতাম যদি পূজা আমার সারা জীবনের বন্ধু হত। আজ সেই পূজা আমাদের বাড়িতে আসছে। সাতদিন কাটাবে। আমি ভাবতেই পারছি না যে পূজাকে সাতদিন এত কাছে পাব। কত কথা যে জমে আছে সেগুলি বলতে পারব। অন্য দিন সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়, আজ আর সময় কাটাছে না। সকাল থেকে জানলার সামনে বসে আছি কিন্তু পূজাকে এখনও দেখতে পেলাম না। মাঝে মাঝে স্মৃতিতে ডুবে যাচ্ছি, কখনও হেসে ফেলছি, কখনও চোখে জল আসছে।

পূজাকে আমি অনেক ছোটবেলা থেকে ভালবাসি । কিন্তু পূজাকে কোন দিনও বলার সুযোগ পাইনি । এখনও পর্যন্ত কাউকে যদি স্বপ্নে স্থান দিয়ে থাকি তাহলে সে একমাত্র পূজা। পূজারা আপাতত কলকাতায় থাকে। ঠিক কোন জায়গায় বলতে পারব না। যদি জানতাম তাহলে ও আসার অনেক আগে আমি সেখানে চলে যেতাম। যাক্ ও তাহলে আসছে।

এখনও মনে পড়ে সেই সোমবারের কথা যে দিন ওরা আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল কলকাতায়। দোষটা অবশ্যই আমার ছিল। তখন না বুঝতে পারলেও এখন পারি। একদিন মা কে দেখলাম সিঁদুর পরছে, দেখে খুব ভাল লাগল। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলল, সমস্ত বউরা সিঁদুর পরে । আমার মনে হল যদি পূজাকে সিঁদুর পরিয়েদি তাহলে সারাজীবনের জন্য আমার বন্ধু হয়ে যাবে, আর আমরা একসঙ্গে থাকব যেমন বাবা ও মা আছেন। ঠিক ৮ বছর বয়সে এমন একটা বোকার মতন কাজ করে ফেললাম। সিঁদুর কোটোটা চুরি করে দিলাম পূজাকে সিঁদুর পরিয়ে। পূজা আপত্তি জানালেও একপ্রকার জোর করে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বেশ মনে আছে আমার হাত লেগে ওর ফ্রকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ও কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

আর কিছুক্ষনের মধ্যে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র আর হল। ভিলেন হলাম আমি। প্রথমে আমার মা তারপর আমার কাকিমা, একের পর এক কাকা ও সবার শেষে বাবা আমায় প্রচন্ড ঠেঙালেন । আমি কোন মতে বুঝতে পারলাম না আমি কি অপরাধ করেছি। একসময় আমার আর জ্ঞান থাকল না। তবে শেষ অবস্থায় দেখেছিলাম বাবা একটা লাঠি ভাঙার পর আরো একটা নিয়ে আসছেন। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম আমার চারপাশে সকলে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার কাকু একটা ইঞ্জেকশান তৈরী করছেন । গায়ে প্রচন্ড ব্যাথা । পাশ ফিরে শুতেও পারছিনা। জ্ঞান ফিরছে না দেখে ডাক্তার কাকু ইঞ্জেকশান দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন । মা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

তার পরেরদিন শ্রী প্রশন্নবাবু ঠিক করলেন তাঁরা আর আমাদের বাড়িতে থাকবেন না। প্রথমে বাড়ির সকলকে অর্থাৎ পূজা আর পূজার মাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন । এবং মাস খানেক এর মধ্যে নিজেও ট্রান্সফার হয়ে গেলেন কলকাতায়।

আজ সেই পূজা আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা দেখতে আসছে। মনে মনে কত স্বপ্ন সত্যি হতে চলছে। কিন্তু সকাল ৯ টা বেজে গেল এখনও পূজা এলোনা ।

একি সত্যিই তো একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো যে। নিশ্চই অবশ্যই পূজা এসেছে। ওকে কিরকম দেখতে হয়েছে ? বাজে দেখতে অবশ্যই হবে না। আমার ভালবাসা কখনও বাজে দেখতে হতে পারে না। কিন্তু আমার মনে যে ভয় হচ্ছে। যদি ও আমায় বুঝতে না পারে।

না পূজা সত্যিই খুব সুন্দরী। আমি ওকে সেই ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তখনকার পূজা আর একনকার যুবতী পূজার মধ্যে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়না। পূজা আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল "চিত্তদা কেমন আছো ?" এত মিস্টি কন্ঠস্বর শুনে আমি এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে কিছুই বলতে পারলাম না। পূজা একগাল হেঁসে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। ওর শরীরের গন্ধ আমায় পাগল করে দিয়ে গেল।

ছাদে বসে আছি হঠাৎ পূজাকে আমি আবিস্কার করলাম। পূজা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। আমরা পাশে বসে কত কথা সে বলল তার কোন হিসাব নেই। আমার কানে বেশির ভাগ কথাটাই পৌঁছায় নি, কারণ আমি সারাক্ষণ ওর মুখের দিকে দেখছিলাম। আর চেষ্টা করছিলাম মনের কথাটা বলতে কিন্তু পারিনি। এরপর থেকে আমরা প্রায় একসাথে খাওয়া, একসাথে ঘোরা এমনকি সন্ধ্যার পর একসাথে ছাদে বসে গল্প করতে আর করলাম। এত কথা, সময় যেন দুরন্ত ঘোড়া, শুধু এগিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ৬ দিন কেটে গেল। আগামী কাল পূজা চলে যাবে। আমার মা তার নিজের দায়িত্বে তাকে কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল। কাল আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে যাবে। মনটা খারাপ তাই একা একা ছাদে দাঁড়িয়ে তারা গুনছি।

এমন সময় একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগল। পাশ ফিরে দেখলাম পূজা দাঁড়িয়ে আছে। পূজা যেন কি একটা বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না। ওর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। হাত থেকে একটা কাগজ খসে পড়ল । সে পিছনে ফিরে ছুটে পালিয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না। কাগজটা তুলে নিলাম, অন্ধকার আবছা আলোয় দেখতে পেলাম একটা ঠিকানা আর কিছু লেখা আছে। আলোয় আনতে বুঝতে পারলাম

দেবব্রত চৌধুরী

(ম্যারেজ রেজিষ্টার)

৪৭, নবকৃষ্ণ নষ্কর লেন

কলিকাতা ১০

"চিত্তদা আগামী ১০ই নভেম্বর অবশ্যই সকাল ৯ টার মধ্যে চলে এসো। দেখ ভুলে যেওনা। আমার সারা জীবনের প্রশ্ন এখন একমাত্র তোমার সাথে জড়িত। তুমি বাঁচালে বাঁচবো, মারলে মরবো । কাউকে বোলোনা যেন।"

ইতি

পূজা

চিঠিটা পড়া মাত্র আমার পৃথিবীটা যোন আমার কাছে স্বর্গ হয়ে গেল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সে দিন রাত্রে যতবার আমি পূজাকে দেখেছি ততবার আমি আবেগে ভেসে গিয়েছি। আমি যেটা করতে পারিনি পূজা সেটা করে দেখিয়েছে । সেদিন রাত্রে আমি আনন্দে নাতো খেয়েছি না এক ফোঁটা ঘুমাতে পেরেছি। শুধু মনে হয়েছে যাকে আমি আমার সবকিছু দিয়েছি সেও আমায় সব কিছু দিতে চায়।

সকালে পূজা চলে গেল । আমি বুঝতে পারলাম না যে কেন আমারা লুকিয়ে বিয়ে করব ? হয়ত পূজা ভাবছে রেজিষ্ট্রি ম্যারেজটা করে রাখলে পরে ঝামেলা কম হবে। যাকগে লক্ষ্মী যখন নিজেই আসতে চায় তখনবেশি ঝামেলা না করাই ভাল।

আমি ১০ ই নভেম্বরের আসায় রইলাম। একটা সুন্দর আংটিও কিনে ফেললাম। বিয়ের সময় পারাতে হবেতো । কাউকে একবারও জানাইনি যে ১০ই নভেম্বর আমাদের জীবনে কি ঘটতে চলেছে? অবশেষে ১০ই নভেম্বর এসে গেল।

সদিন সকাল সকাল সেখানে পৌঁছে গেলাম । দেরী হবার ভয়ে সকাল ৬ টার মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম ঠিক তার পাশে একটা কুকুরও ছিল অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। যাইহোক সকাল হল । চারিদিকে আলো হল । কিন্তু আমার সকালের আলো হবে ৯ টায়।

একসময় ৯টা বাজল কিন্তু পূজা এল ১০টা ৫এ। চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। যখন আমি দেখলাম পূজা গাড়ি থেকে নামছে আমার হৃদয় শান্তি পেল। পূজার সাথে একজন আছে, বোধ হয় সাক্ষী হিসাবে সই করতে এসেছে। পূজার কোন বন্ধু হবে। আমি ছুটে গিয়ে পূজাকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর রেজিষ্ট্রি অফিসের সামনে নিয়ে এসে নামালাম। রেজিষ্টারের সামনে আমরা দাঁড়ালাম তারপর দেখলাম আরও একজন ছেলে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে পূজা সই করল। আমি রেজিষ্টারটা টানতে গেলাম পূজা আমাকে বলল এখন নয় সাক্ষীদের সই সবার পরে। আমি অবাক হয়ে গেলাম । আমিইত পাত্র, সাক্ষী ত নই। তারপর বুঝতে পারলাম পূজার সাথে যে ছেলেটি এসে ছিল সেই পাত্র । আমি সাক্ষী ছাড়া আর কিছু নয়।

হঠাৎ আমার কাছে সব ধোঁয়ার মত হয়ে গেল। পূজা যাবার সময় আমাকে বলল "চিত্তদা তোমার মতন লোক হয় না। বাড়িতে সাক্ষী বা বিয়ে দিতে কেউ রাজী নয়। ছেলেটি মুসলিম তাই সবার আপত্তি। তুমি যদি সাক্ষী হিসাবে সই না করতে তবে কি হত কে জানে ? মোট দুজনের সই চাই । ছেলেপক্ষ থেকে একজন পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু মেয়েপক্ষ থেকে কোন সাক্ষী ছিলনা। তাই তোমায় একটু কষ্ট দিলাম ।" তারা দুজনে চলে গেল আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। (সমাপ্ত)